দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ১৯ DEC 2016
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৩

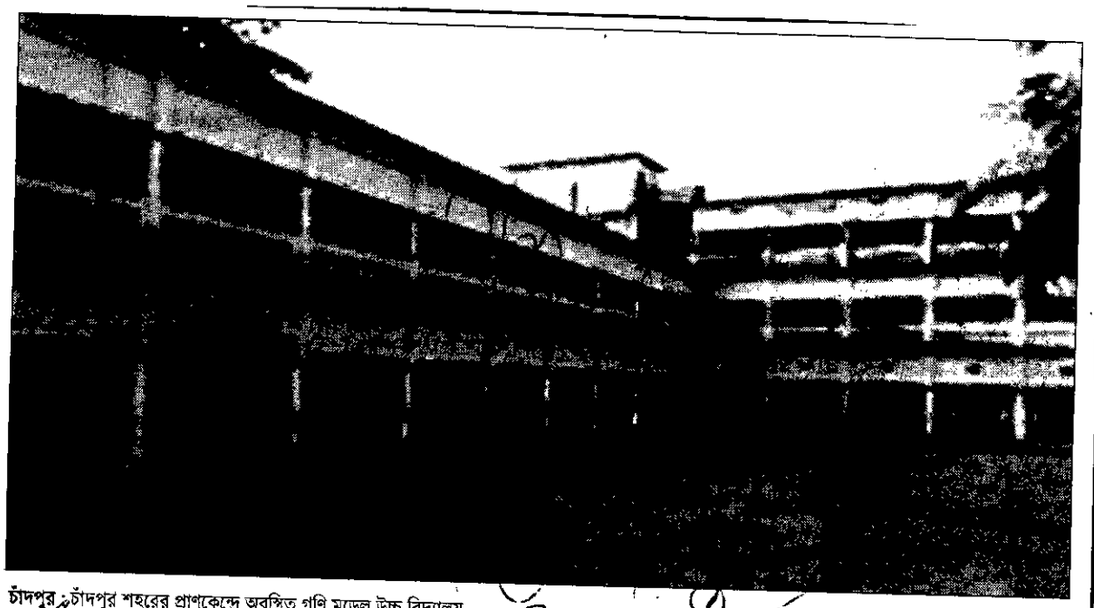

চাঁদপুর : চাঁদপুর শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গণি মডেল উচ্চ বিদ্যালয় —ইত্তেফাক

শতাব্দী পেরিয়েও আলো ছড়াচ্ছে গণি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়

■ গোলাম কিবরিয়া জীবন, চাঁদপুর প্রতিনিধি

চাঁদপুর শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গণি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের যাত্রা ১৯১৭ সালে। দীর্ঘ শতবর্ষ পেরিয়েও স্বমহিমায় শিক্ষার আলো বিস্তারে অনন্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে বিদ্যালয়টি।

শহরের পুরান বাজারে উত্তর শ্রীরামদী এলাকার ঐতিহ্যবাহী চৌধুরীবাড়ির সন্তান বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও তৎকালীন চাঁদপুর মহকুমার অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট মরহুম বজলুল গণি চৌধুরীর দান করা জমির উপর তারই প্রতিষ্ঠিত তার নামানুসারে বিদ্যালয়টি যাত্রা শুরু করে। ১৯১৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গণি হাই ইংলিশ স্কুল' হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। প্রথম দিকে দুটি লম্বা টিনের ঘরে ক্লাশ পরিচালিত হতে থাকে। এ বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষক হিসেবে দয়িত্ব পালন করেন কৈলাশ চন্দ্র ভৌমিক। শুরুতে এর শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ১৩৫ জন এবং শিক্ষক ছিলেন মাত্র ছয়জন।

গণি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়

১৯১৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গণি হাই ইংলিশ স্কুল' হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। প্রথম দিকে দুটি লম্বা টিনের ঘরে ক্লাশ পরিচালিত হতে থাকে। এ বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষক হিসেবে দয়িত্ব পালন করেন কৈলাশ চন্দ্র ভৌমিক। শুরুতে এর শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ১৩৫ জন এবং শিক্ষক ছিলেন মাত্র ছয়জন

১৯২০ সালে প্রথম ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। আর সে বছরই প্রথম বিভাগে দুজন, দ্বিতীয় বিভাগে নয়জন এবং তৃতীয় বিভাগে তিনজন উত্তীর্ণ হয়, ১৯২১ সালে ৩৪ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে প্রথম বিভাগে ১০ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ১৫ জন এবং তৃতীয় বিভাগে নয়জন উত্তীর্ণ হয় এবং ১৯২২ সালে ২২ জন অংশগ্রহণ করে প্রথম বিভাগে ১১ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ১০ জন এবং একজন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। সাফল্যজনক ফলাফলের পাশাপাশি এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাঁতার, বাস্কেট বল, ভলিবল, ফুটবলসহ সাহিত্য সাংস্কৃতিক বিভাগে প্রতিবছর বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সুখ্যাতি বয়ে আনায় ১৯৫১ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার এ বিদ্যালয়টিকে 'মডেল' বিদ্যালয়ের প্রকল্পভুক্ত করে। সেই থেকেই স্কুলটির নাম হয় গণি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়। এছাড়াও বিদ্যালয়টি বিভিন্ন গঠনমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য ইষ্ট বেঙ্গল ডাইরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশানের 'সেকেন্ড বেস্ট স্কুল' হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১১শ'। শিক্ষক রয়েছেন সংখ্যা ২২ জন, এর মধ্যে এমপিওভুক্ত ১১ জন। স্টাফ আছে ছয়জন। ২০১৫ সালে বিদ্যালয়টি জেলার শ্রেষ্ঠ স্কুল হিসেবে পুরস্কৃত হয়।

প্রধান শিক্ষক আব্বাসউদ্দিন আহমেদ জানান, বর্তমানে প্রধান সমস্যাগুলোর মধ্যে ছাত্রাবাস না থাকা, খেলাধুলার জন্য কোনো মাঠ না থাকা ছাড়াও বর্তমানে দুই শিফটে ক্লাস পরিচালনার ব্যবস্থার পাশাপাশি নারী শিক্ষা কার্যক্রম চালু করার অনুমোদন জরুরি।

২০১৭ সালের ৭ জানুয়ারি এ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্ররা চাঁদপুর স্টেডিয়ামে ব্যাপক আয়োজনের মধ্যদিয়ে শতবর্ষ পূর্তি ও প্রাক্তন ছাত্র পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান করতে যাচ্ছেন।